মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি, সমস্যা ও সমাধান

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

ছাত্রছাত্রীদের যাচাই-বাছাই করতে হলে আমরা পরীক্ষাকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ধরে নেই। পরীক্ষার মাধ্যমেই সাধারণত আমরা তাদের মূল্যায়ন করে থাকি। যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায়ই মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যায়নের মাধ্যমেই বিচার করা হয় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা। মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় তিনটি শব্দ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো টেস্ট বা অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন। অনেকে এ তিনটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও তিনটি শব্দ সমার্থক নয়, তবে একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীর আচরণিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হলে প্রয়োজন অভীক্ষা ও পরিমাপের। যে উপকরণের সাহায্যে পরীক্ষা নেয়া হয় তা হলো অভীক্ষা। উত্তরপত্র যাচাই করে নম্বর প্রদান করাকে বলা হয় পরিমাপ। এই পরিমাপের ভিত্তিতে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন তাকে বলে মূল্যায়ন। মূল্যায়নের মধ্যে মূল্য বিচার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত অংশগুলো অবশ্যই থাকতে হবে। পরীক্ষার ইংরেজি শব্দ হলো Examination যাকে সংক্ষেপে বলা হয় Exam এর অর্থ হলো অনুসন্ধান করা, তদন্ত করা বা পরীক্ষা করা, তলিয়ে দেখা প্রভৃতি। অর্থগতভাবে পরীক্ষা বলতে কোন কিছু জানা বা তদন্ত করার জন্য প্রশ্ন অনুসন্ধান তদন্ত বা পরিদর্শন কার্যক্রমকেই বোঝানো হয়। যেখানে পরীক্ষা এবং পরীক্ষার্থী কার্য সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ শিক্ষণ কার্যক্রমে নির্ধারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময় শেষে কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানার জন্য প্রয়োগযোগ্য সংকীর্ণ পদ্ধতিগত কৌশলকেই পরীক্ষা বলে। সনাতনী চেতনায় এটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানপ্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

পরীক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতামত উল্লেখ করা হলো-

প্রফেসর ডা. গোলাম রসুলের মতে, 'যেসব প্রক্রিয়াগত কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান গভীরতা চূড়ান্তভাবে যাচাই করা হয় তাদেরই পরীক্ষা বলে।'

ড. মো. আবুল এহসানের মতে, 'যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ওপর অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয় তাকেই পরীক্ষা বলে।'

Getlwilford এর মতে- Examination is the Formal System of Assessment about the students on the basis of prescribed curriculum and syllabus

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমাগত পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে বর্তমানে এক চরম সংকটের সম্মুখীন। পরীক্ষা সর্বস্ব এই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সে কারণে পরীক্ষাকে উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। পরীক্ষা পরিচালনার সময় পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তথ্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের গঠন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

বর্তমানে ব্যবহৃত পরীক্ষা তিন প্রকার। যেমন : ক) লিখিত পরীক্ষা খ) মৌখিক পরীক্ষা গ) ব্যবহারিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা আবার দুই প্রকার : ক) অনির্ভরযোগ্য বা ঘরোয়া পরীক্ষা খ) নির্ভরযোগ্য বা মানসম্মত পরীক্ষা। অনির্ভরযোগ্য বা ঘরোয়া পরীক্ষা দুই প্রকার। যেমন : রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময়ের ওপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। বার্ষিক পরীক্ষা, অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা, টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা, ত্রিবার্ষিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা বা প্রথম সাময়িক, ২য় সাময়িক, বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদি। পরীক্ষা গ্রহণকারীর ওপর ভিত্তি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে আবার নিম্নরূপ ভাগে ভাগ করা যায়। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা যেমন বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক, টার্ম ফাইনাল, মাসিক এবং শ্রেণী পরীক্ষা ইত্যাদি। পাবলিক পরীক্ষা যেমন জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি।

পরীক্ষা কাজ পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্য : পরীক্ষার মূল কাজ বা লক্ষ্য হলো প্রণীত শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয় শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তার সার্বিক মূল্যায়ন।

পঠিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করে তার ঘাটতি নিরূপণ করা এবং ত্রুটি দূরীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

যে সাথে শিক্ষক তার পাঠদান পদ্ধতির উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার সংশোধন ও মান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

প্রচলিত শিক্ষাক্রমের উপযোগিতার সবল ও দুর্বল দিক শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন সাধন করা।

শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের যথার্থ স্বীকৃতি হিসেবে তাকে সনদপত্র প্রদান করা।

পরীক্ষা পদ্ধতির ঐতিহাসিক পটভূমি : প্রাচীনকালে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরীক্ষা পদ্ধতি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান, মূল্যায়ন, সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হতো এবং সেটি সমাজের সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত ও সমাদৃত হতো। পরবর্তী শিক্ষার সার্বজনীন প্রসার ও বিস্তারের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরীক্ষা পদ্ধতির স্থান দখল নিয়েছে আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি।

এ উপমহাদেশে পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস বহুকালের পুরনো। ১৮৫৭ সাল কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এ অঞ্চলের পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকায় প্রথম শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের পর ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা গ্রহণ করে। এ সময়ে পরীক্ষা কার্যে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের বহু রদবদল হয়েছে এবং বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা প্রচলন হয়েছে।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সমস্যা ও সংকট : পরীক্ষা হলো শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন এবং যোগ্যতা পরিমাপের মাপকাঠি। এ পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আছে। ইহা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে পড়বে অনিশ্চিত। বাংলাদেশের গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ ভাবে ভাগ করা যায়-

১) একাডেমিক ক্ষেত্রে ত্রুটি ২) প্রশ্ন প্রণয়ন ক্ষেত্রে ত্রুটি ৩) পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত ত্রুটি ৪) উত্তরপত্র মূল্যায়নে সংক্রান্ত ত্রুটি ৫) পরীক্ষার কাজে গোপনীয়তা সংক্রান্ত ত্রুটি ৬) পরীক্ষার ফল প্রকাশে ত্রুটি। তাছাড়া, পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিশন, কমিটি। টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যকর ও সর্বজন গৃহীত জাতীয়ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের অভাব রয়েছে।

গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির সমস্যা সমাধানের উপায় : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার এবং বিশ্ব মানে উন্নতি করার জন্য অনেক শিক্ষা ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষা কমিশন, কমিটি তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন। তাদের সেই মতামত পদ্ধতি পর্যালোচনা করে গ্রহণ করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি আরও উন্নত এবং গ্রহণযোগ্যতা হবে। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে আশা করি পরীক্ষার ত্রুটিগুলো অচিরেই দূর হবে-

শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ শিখন মান আরও উন্নত এবং বাস্তবমুখী করতে হবে। প্রশ্নপ্রণেতাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে এবং প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

শ্রেণী শিক্ষকদের প্রশ্নপ্রণেতা হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ব্যাংকের নির্মাণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে সুন্দর পরিপাটি আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার হলে কেউ যেন অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সে দিকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার হল পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশ্নপত্র দুই ধরনের অর্থাৎ রচনামূলক ও বহু নির্বাচনী হবে।

পরীক্ষার উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এবং পরীক্ষককে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, প্রয়োজনে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য একাধিক পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যেন কোন ক্রমেই ফাঁস না হয় সে দিকে কর্তৃপক্ষকে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা যেন বিকাশ পায় এবং চিন্তার উন্মেষ ঘটে সেই রকম প্রশ্ন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। নম্বর প্রদানের সাধারণ নীতিমালা তৈরি করে উত্তরপত্র পরীক্ষকদের মাঝে সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনে নমুনা উত্তর তৈরি করে সরবরাহ করতে হবে।

পরীক্ষাকে শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষায় প্রচলন করতে হবে, ফলে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পরিমাপ করা যাবে।

অনুশীলনী থেকে নয়, পুরো বই বা বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন করতে হবে এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে নম্বর প্রদানে সামঞ্জস্যহীনতা দূর করতে হবে এবং নম্বর প্রদানে পরীক্ষককে স্কেল ব্যবহার করতে হবে।

রচনামূলক প্রশ্নের সংযোজন করে রচনামূলক অভীক্ষার ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। গাঠনিক মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশলের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার উদ্যোগ নিতে হবে। অভীক্ষাপত্রের মূল্যায়ন ত্রুটি দূরীকরণ করতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাইভেট টিউশনির প্রবণতা হ্রাস করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলিত সনাতনী প্রথা পরিহার করে আধুনিক যুগোপযোগী নিয়ম মেনে চলতে হবে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতা পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী আন্তঃসম্পর্ক বেশি জোরদার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

পরিশেষে, আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ছাত্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষার গুরুত্ব তাৎপর্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পরীক্ষা। এ পরীক্ষা পদ্ধতি স্বচ্ছ হলে এর গ্রহণযোগ্যতা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং প্রশংসনীয় হবে। তবে, গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে বেশ কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে তা হয়তো কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অংশগ্রহণমূলক পাঠদান, একীভূত শিক্ষা, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র, ইত্যাদি কারণে পরীক্ষা আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে আগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বছরে চার মাস অন্তর অন্তর তিনটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো এবং তিন পরীক্ষার গড়ের ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশ করা হতো। এখন ২০১৩ সাল থেকে বছরে ছয় মাস অন্তর অন্তর দুটি পরীক্ষা হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি শৈথিল্য ভাব এসে গেছে বলে প্রতীয়মান হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে তিনটি পরীক্ষাই যুক্তিযুক্ত এবং ভালো ছিল। তবে আমরা যদি উপযুক্ত সমাধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাই তবে ত্রুটিগুলো সহজেই দূর করতে পারব বলে একান্তভাবে মনে করি।

[লেখক : শিক্ষক]